Sustainable development (2017 --- 2018)

Episode 5 : Awakening

রচনাঃ - সায়েন্স কমিউনিকেটরস ফোরামের পক্ষ থেকে অনুপমা সেনগুপ্ত ।

চরিত্রঃ - সুকান্ত, রেশমি, কাবেরি, সুবীর, জয়ন্ত, মণিময়, বরুণ, সাগর, মা, ও এক আগন্তুক।

পট –১

(signature tune)

ভাষ্যঃ–

জীবন মানে চলা ... সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া, আর চলতে গেলে তো টিঁকে থাকতেই হবে, মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতা নিয়ে উন্নয়নের হাত ধরেই তার পথ চলা .....সে জন্য চাই সুস্থ সমাজ, মুক্ত শিক্ষা, আর্থিক নিরাপত্তা ও দূষণ মুক্ত পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সুপরিকল্পিত ব্যবহার ও বন্টন।

যাই হোক, দিনটা ছিল ৫ই জুন - বিশ্ব পরিবেশ দিবস --- প্রতি বছরের মত সরকারি ও বেসরকারি ভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানের অভাব হয়নি সারা দেশে তথা সারা বিশ্বে। উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে জীবনকে বুঝতে সুকান্ত ও তার বন্ধুরা সেদিন এক অভিনব পরিকল্পনা করেছিল যে, তারা শহর ও জেলার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াবে এবং দিনের শেষে নিজেদের অভিজ্ঞতা পরস্পরের সঙ্গে শেয়ার বা ভাগ করে নেবে --- দেখা যাক কি কি আছে সেই অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে।

(---------- মিউজিক ----------)

পট –১

(হাওড়া জেলার এক শহর, রাস্তায় নানা গাড়ির যান্ত্রিক শব্দ বিশেষ করে বিকট হর্ন, লোকজনের কথার শব্দ হয়েই চলেছে এক অটোঅলা স্থানীয় ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রীদের ডাকছে । “ একজন একজন --- ষ্টেশন যাবেন ---- একজন ---- একজন” ----)

কাবেরি-- এই যে অটো আমি যাব,... (উপবিষ্ট যাত্রিকে) একটু সরে বসুন না প্লিজ .....

অপর যাত্রী -- (অনুনয় করে) আপনি যদি ভিতরে যান তো ভাল হয়, আমার একটু হাঁপানির কষ্ট আছে, তাই খোলা হাওয়াটা দরকার

কাবেরি— ওহ্, ঠিক আছে, ঠিক আছে আপনি সাইডে বসুন.....

(অটো স্টার্ট ও চলার আওয়াজ, যাত্রীটির কাশির আওয়াজ এবং অন্যান্য শব্দ --)

কাবেরি— দাদা একটু তাড়াতাড়ি যাবেন আমার ট্রেনের আর বেশি দেরি নেই .....

চালক - দেখছেন তো সামনের বাসটা কিছুতেই সাইড দিচ্ছেনা --- তার ওপর আবার যা কালো ধোঁয়া ছাড়ছে বেশি কাছেও যেতে পারছিনা, হর্ন দিচ্ছি তাও শুনছেনা, কি করি বলুন তো দিদি

কাবেরি- এদিকে হর্নের আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে, শুধু তো আপনার গাড়ি না অন্য গাড়িও হর্ন দিচ্ছে ...

অপর যাত্রী- উফ বাসের কালো ধোঁয়াটা (কাশি) বাতাসের টানে আবার এদিকেই আসছে। (কাশি বাড়ছে.....) দেখুন না যদি বাসটাকে কাটিয়ে এগোনো যায়(কাশি)

চালক - চেষ্টা তো করছি দাদা ..... এই সাত সকালেও কত ট্রাফিক দেখছেন? আজকাল তো বাস, প্রাইভেট গাড়ি, লরির সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে ...

কাবেরি - সে তো হবেই; দিন দিন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে আর তার প্রয়োজন বা চাহিদা মেটাতে গাড়ির সংখ্যাও বাড়ছে ..... তাছাড়া অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নতির সাথে সাথে সাধারণ মানুষেরও গাড়ি কেনার সামর্থ হয়েছে...

চালক -(চলতি অটোর আওয়াজ অটো থেকে মুখ বাড়িয়ে বিরক্তি নিয়ে চালক চেঁচিয়ে কটূক্তি করে ওঠে)এই হতভাগা লরি, সাইড দে-না, বাসের এই অবস্থায় গাড়ি

নিয়ে বেরিয়েছিস কেন? গ্যারেজ থেকে বেরোনোর সময় চেক করতে পারিসনি? বিষ ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছিস .....

<u>কাবেরি</u> - শুধু বাস ড্রাইভারকে বলে কি হবে দাদা, রাস্তায় কি দূষণ প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থা আছে নাকি যাতে করে নজরদারি করে এই সব গাড়িগুলিকে আটকানো যায়? পরিবেশ সুস্থ রাখতে গেলে সরকারি, বেসরকারি সব স্তরেই উদ্যোগ নিতে হবে তো ...

<u>যাত্রী -</u> যা বলেছেন... সর্বত্রই কেমন একটা ছাড়া ছাড়া ভাব, দূষণ রোধে উন্নতির কোনো লক্ষণ নেই ..... সত্যি করে বলতে কি পরিবেশের কথা মন দিয়ে আমরা কজন ভাবি বলুন তো? (কাশি... একটু থেমে বিদ্রুপের সুরে) অথচ একথাও সত্যি যে উন্নয়নের পথে দেশ অনেকটাই এগিয়েছে। আলো ঝলমল মাল্টিপ্লেক্স, মল, আর দশতলা-বারোতলা বাড়ি তো আজকাল যেখানে সেখানে গজিয়ে উঠেছে ... সর্বত্র একই অবস্থা...(কাশি)... ও ড্রাইভার দাদা, সামনের মোড়ে বাঁধবেন, আমি এবার নামব ... এই নিন ভাড়াটা ... (অটো থামার ও আবার স্টার্ট করার আওয়াজ ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে যাবে তারই মাঝে কাবেরি নিজের মনে বলে ওঠে)

<u>কাবেরি</u> – (স্বগত উক্তি) আশ্চর্য!! এই ভাবে পরিবেশের বেহাল অবস্থা কি প্রগতির লক্ষণ হতে পারে? তাহলে তো দুর্গতি উন্নয়নকে ছায়ার মত অনুসরণ করে চলবে যার ভবিষ্যৎ হবে অতি ভয়াবহ!!!

<u>(----------পট পরিবর্তনের মিউজিক----------)</u>

<u>পট -২</u>

(চীৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ "এই যা পালা পালা ভাগ এখান থেকে" ... "দেখ দেখ, আবার ইট ছুঁড়ছে" ... "লেগে যাবে তো", "পাগলাটা ক্ষেপেছেরে" "ধর ধর ওকে" লোকজনের জটলা ... গুঞ্জন... "কি হয়েছে", "ইস", "ওমা সেকি" ...ইত্যাদি শোনা যাবে)

<u>জয়ন্ত</u> - সুবীর, ওখানে কি হয়েছে রে? চলত গিয়ে দেখি ...(দৌড়ানর শব্দ)

সুবীর - চল চল, ... একটা জিনিস খেয়াল করেছিস জয়ন্ত, ওখানে পুরো জায়গাটা টিন দিয়ে ঘেরা, মনে হয় কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে .....বোধহয় ওখানেই কিছু হয়েছে ..... (কাছে গিয়ে) দাদা কি হয়েছে এখানে?.....

জনৈক - আর বলবেন না মশাই ওই একটা পাগলার কাণ্ড ... এখানকার রাস্তায় ঘোরাফেরা করে আর যবে থেকে এইখানে কাজ শুরু হয়েছে তবে থেকেই আমাদের দেখলেই তেড়ে তেড়ে আসে আর বলে,"কাটবিনা, কাটবিনা গাছ কাটবিনা ... মাটি কাটবিনা", বলেই কান্না জুড়ে দেয় ... (একটু থেমে সুর নরম করে) আসলে এখানে একটা পুরানো বাগানবাড়ি মত ছিল ... মনে হয় ও সেখানে মালি বা দারোয়ান টারোয়ান ছিল .....

জয়ন্ত - ও! তা, আ-প-নি ? ...

মিস্ত্রি - আমি এই কনস্ট্রাকশন সাইটের হেডমিস্ত্রি, আজ আমাদের মাটির নীচের ঢালাইয়ের কাজ শুরু ... মনে হয় সেই জন্য ওর রাগ হয়েছে (ঢালাইয়ের মশলা মেশানোর মেশিনের শব্দ হবে)

সুবীর - ..... আমি ভাবছি ওই পাগলটা কেন ওই কথাগুলো বলেছিল .....

মিস্ত্রি - আরে ও তো একটা পাগলা ... ওর কথা কি ধরতে আছে?

সুবীর- (চিন্তিত স্বরে নিজের মনে বলে ওঠে) অ্যাঁ! কি বললেন? পাগলের কথা ধরব না?

মিস্ত্রি - পাগলের কথা ধরলে তো স্যার কাজ বন্ধ করে দিতে হয়, আর তার সাথে সাথে এতগুলো লেবার, মিস্ত্রর রুজি রোজগারও বন্ধ হয়ে যায় ...

জয়ন্ত- হুম, সেটাই তো সমস্যা, কারো আর্থিক ক্ষতি হোক সেটা যেমন কাম্য নয় তেমনই সবুজ নিশ্চিহ্ন করে উন্নয়নের নামে কংক্রিটের জঙ্গল গজিয়ে উঠুক সেটা (জোর দিয়ে বলবে) আরও কাম্য নয়... আপনি ভাবুন তো আমাদের এই ছোট্ট শহরতলি অঞ্চলে কত গাছ, কত পুকুর ছিল... আর আজকাল তার একটাও নেই!?

মিস্ত্রি- কি করবেন স্যার, যে হারে লোক বাড়ছে সেই হারে বহুতল আবাসনের চাহিদাও বাড়ছে ... (একটু থেমে) এই পৃথিবীতে জমির পরিমাণ তো বাড়ানো সম্ভব না তাই গাছ কেটে, জঙ্গল সাফ করে, জলা বুজিয়ে মানুষ তার চাহিদা মেটাচ্ছে ...

(হটাত পাগলাটা চীৎকার করতে করতে ওদের দিকে এগিয়ে আসে)

পাগলা - বলছিনা ঢালবিনা, ঢালবিনা ওইসব ছাইপাঁশ ... একদম ঢালবিনা মায়ের বুকে ... মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে যাবে ... তখন মা তার ছেলেমেয়েদের দুধ খাওয়াবে কি করে? ... সিমেন্ট, বালি, পাথর দিয়ে কালো নরম মাটির কি অবস্থা করছিস তোরা দ্যাখ! .....(কান্না কান্না স্বরে) বাঁচবেনা, কেউ বাঁচবেনা ... এখানে আর কখনও গাছ হবে না ... (ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না)

মিস্ত্রি - দাঁড়া তোকে মজা দেখাচ্ছি; (চীৎকার করে) এই সবাই ওকে ধর তো ...

পাগলা - (হই হই করে হেসে ওঠে) কি? আ-মা-য় ধরবি? এই আমি মায়ের কাছে গেলাম ..... ধর দেখি কেমন পারিস !! হা হা হা... (হাসতে হাসতে দৌড়ে চলে যাবার শব্দ).....

মিস্ত্রি - দেখলেন, দেখলেন তো ওর কান্ডটা!!

(হটাত, "গেল গেল পড়ে গেল" রব ওঠে ..... দূর থেকে আওয়াজ আসে "আ... আ...আআআ "আ...আ...আআআ.....)

জয়ন্ত - কি কাণ্ড! ও তো নীচে পড়ে গেল .....

সুবীর - নীচে মানে তো প্রায় কুড়ি ফুট মত নীচে, তার ওপর আবার সেখানে লোহার ফ্রেমিং করা তাই না? ... কি হল লোকটার কে জানে ...

মিস্ত্রি - (উদ্বিগ্ন হয়ে) আপনারা বাইরের লোক আপনারা আর ওদিকে যাবেননা ...আমি যাই দেখি ...ওরে কি হল রে ... ("সাবধানে তোল" ইত্যাদি নানাবিধ কথা ভেসে আসছে)

জয়ন্ত - হুম, কিরে সুবীর এই ঘটনা থেকে তোর কিছু মনে হচ্ছে?

সুবীর- মনটা খারাপ হয়ে গেল রে বড্ড ... ভাবছি পাগলটার কথায় কিন্তু দম আছেরে ... এই ভাবে চললে উন্নয়নের নামে তো বিনাশের বীজ বোনা হচ্ছে ... ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তো আমাদেরই দোষ দেবে ..... 'সবুজ পৃথিবী' বা 'গ্রীন ওয়ার্ল্ড' এর স্বপ্ন কি শুধু স্বপ্নই থাকবে?

জয়ন্ত - একদম ঠিক কথা বলেছিস তুই ... কিন্তু উপায়?

সুবীর - আমার মনে হয় সরকার থেকে ও ব্যাক্তিগত প্রচেষ্টায় জমির সীমানা বরাবর গাছ লাগানো এবং বড় বড় হাউসিং কমপ্লেক্সের মাঝে নিজস্ব সবুজ পার্ক ও প্রচুর গাছ থাকা বাধ্যতামূলক করা উচিৎ। নয়ত, সাসটেইনেবিলিটির নির্দেশকগুলি উপেক্ষা করলে উন্নয়ন অর্থহীন হয়ে পড়বে ...

(---------- পট পরিবর্তনের মিউজিক ----------)

(পট - ৩)

(দুই বন্ধু সুকান্ত এবং মণিময়; তারা সুকান্তর মেস বাড়ি ঢুকছে)

মণিময় - নে নে তাড়াতাড়ি তালা খোল গরমে আর বাইরে দাঁড়ানো যাচ্ছে না

সুকান্ত - হুম, বর্ষা শুরুর আগে দিয়ে রোদ আর ঘামের যা দাপট চলে না ..... উফ জামাটা একদম ভিজে গেছে ... (তালা খোলার শব্দ)... আয় ঘরে আয় ...

মণিময় - এসি টা অন কর ... হুঁ হুঁ বাবা তোদের এই মেসটা কিন্তু দা-রু-ণ!! এসির ব্যবস্থাটা ব্যাপক ..(একটু থেমে) আ—হা- আঃ এবার শরীরটা আরাম লাগছে.

সুকান্ত - আর এই আরামের বিনিময়ে কত মূল্য দিতে হচ্ছে বলত? শুধু যে টাকা বেশি লাগছে তা নয় ... বাইরের পরিবেশের কি হাল হচ্ছে সেটা কিন্তু কেউ ভাবছিনা... নিজেদের আরামের ব্যবস্থাটা থাকলেই আমরা খুশি ...

মণিময় - হ্যাঁ, আজকাল তো প্রায় প্রতি বাড়িতেই এসি লাগানোর রেওয়াজ হয়েছে ... জানি সেটা খুবই খারাপ, কিন্তু গরমও যে দিন দিন বেড়েই চলেছে ... তাই এর সমাধানটা কি ?

সুকান্ত - এসি থেকে নির্গত CFCs জাতীয় গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাবে চারপাশের বাতাসের তাপমাত্রা আরও বেড়ে যাচ্ছে ... তাছাড়া বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজনও তার সাথে সাথে বাড়ছে ... ফলে থাবা বসছে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর .....

মণিময় – যেমন বনজ, প্রানিজ, ও খনিজ সম্পদ বিশেষ করে কয়লা ...

সুকান্ত – আমাদের দেশের কয়লাখনিগুলির অবস্থা খুবই খারাপ ... অন্যায়ভাবে ও অপরিকল্পিত ভাবে খননের ফলে দুর্ঘটনা এবং বিপর্যয় হয়েই চলেছে ..... খনি গহ্বর ভরাট না করা, ও সেখানে আগুন জ্বলার খবর তো প্রায়ই কাগজে দেখি ...

মণিময় - এই জানিস সেদিন খবরের কাগজে দারুণ একটা খবর দেখলাম... চিনের হুইনানে এক হ্রদে ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন হয়েছে...

সুকান্ত - হ্যাঁ, এই হ্রদটা আবার এক কয়লা খনি বসে গিয়ে সেইখানে তৈরি হয়েছে... যেখানে ভাসছে ১লক্ষ ৬০হাজার সোলার প্যানেল আর তা থেকে উৎপন্ন হচ্ছে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ... যা কিনা প্যারিস জলবায়ু চুক্তির আওতায় কার্বন-নির্গমন ধাপে ধাপে কমিয়ে আনার জন্য উন্নয়নের লক্ষে চিনের এক বড় পদক্ষেপ ...

মণিময় - ২০১৬ সালে ব্রিটেন হিথরো এয়ারপোর্টের কাছে এলিজাবেথ ২ রিসারভারের ওপর ২৩০০০ (তেইশ হাজার) ভাসমান সোলার প্যানেল তৈরি করেছে যা কিনা টেমস নদীর জলপ্রকল্পকে শক্তির যোগান দেয় .....

সুকান্ত - বাঃ, বাঃ টেকনোলজি বা প্রযুক্তির এমন প্রয়োগ আমাদের জীবনকে সুস্থায়ি ভাবে 'চলতি হাওয়ার পন্থী' করে তোলে .....

মণিময় - হুম, এর পেছনে মানুষের সদিচ্ছা ও শুভবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

সুকান্ত - সদিচ্ছা ও বড় বড় আলোচনা সভা কিন্তু সারা বিশ্ব জুড়ে হয়ে চলেছে...

এখন বিষয় হল কোন দেশ কত তাড়াতাড়ি তা কাজে লাগায় সেটার দিকে লক্ষ রাখা।

(মোবাইল ফোন বাজার শব্দ)

সুকান্ত – হ্যালো, হ্যাঁ রেশমি বল কি খবর তোর?

(ফোনের ওপার থেকে রেশমি এবং কাবেরির আওয়াজ আসবে)

রেশমি – এই তো কাবেরি এই একটু আগে এসে পৌঁছাল আমাদের বাড়ি ...

সুকান্ত – দাঁড়া, ফোনটা লাউডস্পীকারে দেই, এখানে মণিও আছে ... তোরা এখন কোথায়? পিছনে কিসের আওয়াজ আসছে রে? মনে হচ্ছে যেন রোলার চলছে ...

(রোলার চলার এফেক্ট পরবর্তী কথোপকথনের সময়ও নেপথ্যে হালকা ভাবে চলবে)

রেশমি – ঠিকই ধরেছিস, কিন্তু তার আগে বল তোরা এখন কি করছিস?

মণিময় – (চেঁচিয়ে কিন্তু ভাবালু গলায় বলে) আ-হ, আমরা এখন ঠাণ্ডাঘরে বসে নির্ভেজাল আড্ডা দিচ্ছি ... কিন্তু তোরা কোথায় রে, রাস্তায়?

কাবেরি – হ্যাঁ, আর গরমে সেদ্ধ হচ্ছি(গলায় কিন্তু রাগ মিশ্রিত আনন্দের উত্তেজনা)

সুকান্ত – এই কথাটা জানানোর জন্য নিশ্চয় ফোন করিস নি ... তোর গলা শুনে মনে হচ্ছে কিছু একটা ব্যাপার হয়েছে, বল কি ব্যাপার?

রেশমি – (উত্তেজিত হয়ে) আমাদের গ্রামে সড়ক যোজনার আওতায় কিছুদিন ধরেই রাস্তার কাজ চলছে ... আজ রাস্তা তৈরির মালমসলায় পাট দেখে আমরা দুজনে কৌতূহলী হয়ে স্থানীয় সুপারভাইজারকে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম পিচ, পাথর কুচি এসবের সঙ্গে পাটও থাকছে ... আর পাটের ফাইবার বা তন্তুর জন্য রাস্তা হবে পোক্ত ও টেঁকসই এবং নীচের মাটির স্তরও অনেক নিরাপদ থাকবে ...

মণি – বাহ এত খুব দারুণ ব্যাপার ... সাসটেইনেবল রাস্তা !!!

কাবেরি – হ্যাঁ, ওনার কাছে আরও জানতে পারলাম যে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও সুস্থায়ি উন্নয়নের এই ছবি দেখা যায় হুগলী ও পশ্চিম মেদিনীপুর সহ কয়েকটি জেলায় ... এখনও পর্যন্ত মোট ৪৫০ কিলোমিটার রাস্তা এভাবে করা হয়েছে ..... সারা ভারতেই যাতে এই প্রকল্প রূপায়নে পাটের ব্যবহার সুনিশ্চিত করা

যায় তা নিয়ে 'টেক্সটাইল ইন্ডিয়া' ও 'ইন্ডিয়া রোড কংগ্রেস' এর মধ্যে আলোচনা চলছে।

সুকান্ত – (উত্তেজিত ও খুশি হয়ে) এ তো ব্যাপক খবর শোনালিরে .....

মণিময় – হুম, এর ফলে একসঙ্গে দুটো কাজ হবে ... পাটতন্তুর জন্য রাস্তা মজবুত হবে আর পাটের ভাল বাজার তৈরি হবার জন্য পাটচাষিরা ন্যায্য দাম পাবে ... থ্যাঙ্ক ইয়ু রেশমি খবরটা দেবার জন্য ..... তোরা আর কি জানতে পারলি? ..... হ্যালো হ্যালো ... হ্যালো ... রেশমি শুনতে পাচ্ছিস? (ওপাশ থেকে উত্তর নেই) নাঃ মনে হয় লাইনটা কেটেই গেল ..... যাঃ ...

সুকান্ত– নে এবার ফোনটা রাখ (ফোন কাটার ইলেকট্রনিক শব্দ),(একটু থেমে খুশি খুশি গলায় বলে ওঠে) বুঝলি তো মণিময় একেই বলে সুস্থায়ি উন্নয়ন যা কিনা তিনটি পিলার বা স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে ..... এক নম্বর হল সামাজিক উন্নতি এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় হল যথাক্রমে আর্থিক ও পরিবেশের উন্নতি .....

(---------- পট পরিবর্তনের মিউজিক ----------)

(পট - ৪)

(ট্রেন চলার আওয়াজ ... রজত ও সমীর চলেছে দুরগাপুর থেকে কলকাতার দিকে... জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার উপভোগ করছে দুজনে... হটাত ঝাঁকুনি ট্রেনের গতি কমল ও একসময় থামল ... যান্ত্রিক আওয়াজ ... যাত্রীদের নানাবিধ আতঙ্কিত ও কৌতূহলী অভিব্যাক্তি ...)

রজত – একি!! যাঃ... ট্রেন তো একদম থেমেই গেল ... কি হল... হলটা কি? অনেকেই নেমে দেখছে কি ব্যাপার ... মনে হয় কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে ...

সমীর – (বেশ আতঙ্কিত গলায়) রজত ... রজত তুই কিন্তু নামিস না প্লিজ ...

রজত – আরে তুই অমন করে বলছিস কেন ? তোর আবার কি হোল?

সমীর – (কাঁপা কাঁপা গলায়) না না কিছু না ... তুই বোস ...(বাইরে চেঁচামিচির আওয়াজ আসবে "অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে" "অ্যাকসিডেন্ট" "অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে")

রজত – এই, এই সমীর, তোর কি হয়েছে বলত ..... এমন করছিস কেন?

সমীর – উঃ, ওঃ (কাতর অভিব্যাক্তি ...)

রজত – আমায় খুলে বল কি হয়েছে তোর .....

সমীর - (কাতর অভিব্যাক্তি ...) জানিস আমি আজও ভুলতে পারিনা সে দিনের অভিজ্ঞতা ..... 'কন্যাকুমারী – ডিব্রুগড়' এক্সপ্রেসে করে যাচ্ছিলাম এই রকম রাতের বেলা ... ট্রেন জোরে ছুটছে ... (আবহে জোরে ট্রেন চলার আওয়াজ)..... সেদিনও এই ট্রেন থেমে যাওয়া ... "অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে" "অ্যাকসিডেন্ট" "অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে" বলে চীৎকার ... উঃ ... জানিস অনেকের সঙ্গে আমিও সেদিন নেমে ছিলাম ... (কাতর ও ভয়ের সুর গলায়) ওঃ মাগো, কি দৃশ্য ..... বছর চারেকের একটা মাদী হাতী ট্রেনের ধাক্কায় মরে পড়ে রয়েছে ...

রজত – সে কিরে? তারপর?

সমীর– তারপর কি তা আমি আর জানিনা..... কারণ আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম ...

রজত – উফ কি ভয়ানক!! ... তবে এই ভাবে বন্য প্রাণী মারা যাওয়া ... কি নিদারুণ!!

সমীর – পরে তো কাগজের রিপোর্ট পড়ে জানা গেল যে আরও দুটি গর্ভবতী হাতী ওই দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল ...

রজত – হ্যাঁ হ্যাঁ পড়েছিলাম বটে খবরটা ... ৬০ টি হাতির একটি দল দশ-বারো দিন ধরেই লাইন পেরিয়ে শস্য ক্ষেতের দিকে চলে আসছিল খাবারের খোঁজে ...(একটু থেমে)... কিন্তু জন্তুদের পারাপারের জায়গাটা তো মার্ক করা থাকে ... সেখানে ট্রেনের গতি খুব কম থাকে ... আর পাহারার ব্যবস্থাও থাকে .....তারা হাতিদের তাড়িয়ে দেয় যাতে শস্যর ক্ষতি না হয় .....

সমীর – হুম, আর এইখানেই তো সমস্যার শুরু ...

রজত – সমস্যা? সমস্যা বলছিস কেন?.....

সমীর – হাতিগুলি সেখান দিয়ে না গিয়ে অন্য জায়গা দিয়ে পার হচ্ছিল ... কারণ খাবার তো তাদের দরকার তাই না? খিদের জ্বালা তো সকলের আছে সে কথা ভুললে চলবে কেন?

রজত – তাহলে তারা বন থেকেই সেটা জোগাড় করুক না ... তা না করে লোকালয়ে ঢুকছে কেন, অনধিকার প্রবেশ কেন?

সমীর – কারণ লোকালয়টা গড়ে উঠছে বন কেটে বন্য প্রানিদের জায়গা দখল করে... মনে রাখিস মানুষ আগে অন্যের অধিকারে থাবা বসিয়েছে ...

রজত – বা-রে, লোকসংখ্যা বাড়লে শস্য ক্ষেতের পরিমাণ বাড়বে, বাসস্থান বাড়বে এ তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ..... লোকালয় গড়ে উঠবে, উন্নতি হবে ...

সমীর – (ব্যাস্ত হয়ে বলে ওঠে) না বন্ধু না ..... তাই বলে বনজ সম্পদ, প্রানিজ সম্পদ, পরিবেশ এ সবের ক্ষতি করে নয় ... এরকম দুর্ঘটনা কিন্তু দেশের অন্যত্রও ঘটছে ..... আর দুর্ঘটনায় হাতির মারা যাওয়া মানে হাতির সংখ্যা ক্রমশ কমে আসা ... আমরা শস্য ক্ষেত বাঁচাতে ইলেকট্রিক তারের বেড়া দিয়ে রাখছি, ... তাতেও হাতি মারা পড়ছে ...

রজত – হুম ... যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বনের মাঝখান দিয়ে রেললাইন পাতা বা অন্যান্য বিষয়গুলি কি তাহলে থেমে থাকবে ? উন্নয়নের পথ তাহলে কি ভাবে সুগম হবে যাতে করে সব দিক রক্ষা হয়?

সমীর – তাইতো সব দিক বিবেচনা করে সেটাই ভাবার ও সঠিক সিধান্ত নেবার সময় এসেছে যে কিভাবে আমরা সুস্থায়ি উন্নয়নের পথে চলতে পারি।

সমীক্ষা অনুযায়ী দুশো বছর আগে পৃথিবীতে লোকসংখ্যা এক বিলিয়নের কম ছিল, বর্তমানে তা বেড়ে সাত বিলিয়ন .....

রজত– আর ২০৪৫ সালে সেটা নয় বিলিয়ন ছাড়াবে, তার মানে চাহিদা আরও

বাড়বে ... কিন্তু ... রিসোর্স বা প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ তো সীমিত ... তাহলে উপায়???

সমীর – জীবন যেহেতু থেমে থাকতে পারেনা তাই উপায় হল একটাই... সুস্থায়ি উন্নয়নের পথে চলা .....

(ট্রেনের হুইসিল বেজে ওঠে .... নেপথ্যে "ওই মনে হয় ট্রেন চালু হবে" "উঠুন, উঠুন, তাড়াতাড়ি উঠুন" "ট্রেন ছেড়ে দিল তো" ইত্যাদি কথা ..... লোকজন হৈ হৈ করে ট্রেনে উঠতে থাকে ... হুড়োহুড়ির এফেক্ট ..... ধীরে ধীরে ট্রেন চালু হবার এফেক্ট .....)

(..... পট পরিবর্তনের মিউজিক .....)

পট - ৫

(মিউজিক মিলিয়ে যেতে যেতে সাগরের গলা শোনা যাবে ... সে বরুণের বাড়ি বরুণকে ডাকতে এসেছে ...

সাগর - বরুণ ... বরুণ ... কিরে বাড়ি আছিস ? বরুণ .....

বরুণ - আরে আয় আয়... আমিও যে তোর কাছেই যাব ভাবছিলাম ... কারণ মা তোকে ডেকে আনতে বলছিল .....

সাগর - তাই!! ওঃ মাসিমা ডেকেছেন? তার মানেই তো দারুণ কিছু একটা খাওয়াবেন ... (চেঁচিয়ে ...) মাসিমা ... মাসিমা ... দেখুন আপনি বলেছেন আর আমি হাজির .....

(মার গলা শোনা যাবে দূর থেকে ... তারপর ক্রমশ কাছে আসবে)

মা – এই যে আমি... আসছি ..... শোনো বাবা, আজ রাতে তুমি আমাদের বাড়ি খাবে ... এখন তো বেলা চারটে বাজে ... আমি সেই জন্য বরুণকে পাঠাচ্ছিলাম তোমার কাছে ..... এখন তো তাহলে তোমার বাড়িতে একটা খবর দিতে হবে তো!!

সাগর - সে আপনি কিছু ভাববেন না মাসিমা, আমরা একটু গ্রামে চক্কর মেরে আসি ... তারমধ্যে কাউকে না কাউকে দিয়ে ঠিক খবর পাঠিয়ে দেব ... চল বরুণ ...

বরুণ – তাহলে চল, গ্রামের দিঘির পাড়ে গিয়ে বসি... কি সুন্দর হাওয়া দিয়েছে..

সাগর – সেই ভাল চল দিঘির দিকেই যাই খোলা হাওয়ায় হাঁটাহাঁটি করলে খিদেটাও জমবে বেশ ... কি বলুন মাসিমা?

মা – (হেসে) পাগল ছেলে ... তাড়াতাড়ি ফিরবি ... দেরি করিস না ...

বরুণ - আচ্ছা মা , তুমি চিন্তা করোনা .....

(রাস্তায় সাইকেলের হর্ন, গ্রামের রাস্তা ঘাটের এফেক্ট গরু, ছাগলের ডাক ... দুজনে হাঁটছে ...)

সাগর - এই যে আমরা এসে গেছি ... এতটা পথ হেঁটে এসে ...(হাঁপিয়ে) এঃ হেঃ খুব ভুল হয়ে গেল ... জলের বোতলটা আনা হলনা ... খুব তেষ্টা পেয়ে গেছে ...

বরুণ – আয় এইখানে মাটিতে বসি ... ঠাণ্ডা হাওয়ায় আরাম লাগবে ... আকাশে একটু একটু মেঘও জমছে ... বৃষ্টি হতে পারে ... (হাসতে হাসতে)... তখন চাতক পাখির মত হাঁ করে জল খাস ...

সাগর – বাঃ বাঃ কি কথাটাই না বললি .....

বরুণ – বললাম কি আর সাধে ..... ভবিষ্যতে হয়তো আমাদের তা-ই করতে হবে ..... আজকাল পানীয় জল নিয়ে মানে ভূগর্ভস্থ জল নিয়ে কত সমস্যা তৈরি হচ্ছে দেখছিস না? তাছাড়া ছোটো ছোটো জলাশয় বুজিয়ে ফেলা, বা নানা নির্মাণ কাজ, শিল্পের প্রসারের জন্য পুকুর, হ্রদ, নদী নালা সবেতেই দূষণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া ... ভবিষ্যতের জন্য লাল সঙ্কেত ছাড়া বইত আর কিছু না ...

সাগর – হুম ... (খুব আভিভুত স্বরে) এমন কি সমুদ্রও রেহাই পাচ্ছেনা তার হাত থেকে ... কি হবে ভবিষ্যতে কে জানে?...(তারপর দুজনেই খুব চুপচাপ হয়ে যায় শুধু বাতাসের মৃদু সোঁ সোঁ শব্দ হতে থাকে) .....

(এক স্তব্ধতা ছেয়ে যায়, তার এফেক্ট ... সবাই খুব চুপচাপ হয়ে যায় ..... শুধু বাতাসের মৃদু সোঁ সোঁ শব্দ হতে থাকে ..... হটাত চারপাশ থেকে নানা আওয়াজ উঠতে থাকে ... সাগর, বরুণ চমকে ওঠে .....)

সাগর – কি হল? কে কে ? কারা কথা বলছে? .....

বরুণ – কি বলছে ওরা?

(কারা যেন কথা বলে ওঠে ..... তাঁরা কিছু দাবি করছে ... প্রতিটি দাবির সাথে স্পষ্ট কিন্তু শর্ট মিউজিকাল এফেক্ট থাকবে)

- আমাদের খাদ্য চাই .....
- আমরা লেখাপড়া শিখব .....
- বাসস্থান চাই, কাজ চাই .....
- HIV/ AIDS এর মত মারন রোগের প্রতিকার চাই .....
- লিঙ্গ ভেদেও সমান সুযোগ চাই ...
- দুষণ মুক্ত পরিবেশ চাই, পানীয় জল চাই ...
- সুস্থ ভাবে বাঁচতে চাই ...
- আর্থিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক নিয়ে সামগ্রিকভাবে সুস্থায়ি ভবিষ্যৎ চাই ...

(হটাতই আবার সব স্তব্ধ হয়ে যায় ..... সাগর, বরুণ বিস্মিত স্বরে বলে ওঠে)

<u>দুজনে</u> – কিন্তু তোমরা কারা? তোমরা কোথায়? তোমাদের দেখতে পাচ্ছিনা কেন?

<u>১ম/২য়</u> – আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ...

<u>৩য়/৪র্থ</u> – আমরা নিরাপদ পৃথিবীতে বাস করতে চাই ...

<u>৫ম/৬ষ্ঠ</u> – তোমরা, তোমরা তাকে কলুষিত করছ ... কেন এমন করছ? ....

<u>সকলে</u> – একটা উপায় বের কর .....

সাগর – সে তো আমরা স-বা-ই চাই ... কিন্তু কেমন করে হবে ও কি কি করলে তা সম্ভব হবে সেটাই আজ সারা বিশ্বের একমাত্র চিন্তা ...

(এমন সময় কে যেন ওদের নাম ধরে ডাকে ... "সাগর ... বরুণ..." ওরা ফিরে দেখে এক ভদ্রলোক হাসিমুখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন ..... ওরা অবাক হয়ে বলে ওঠে .....)

দুজনে – কে ? কে আপনি!! আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না ...

বরুণ – আপনি আমাদের নাম জানলেন কি করে?

আগন্তুক – (হাসি ও রহস্য পূর্ণ স্বরে)... আমি জানি ... কিন্তু আমি কেমন করে জানি সেটা বলবনা ..... হা হা হা ... আসলে তোমরা জল নিয়ে, জল দূষণ নিয়ে আলোচনা করছিলে, আর তোমাদের দুজনের নামের মধ্যেও তো (হাসি) জল মিলেমিশে একাকার ... তাই এগিয়ে না এসে পারলাম না ....

বরুণ – (উদ্বিগ্ন গলায়) আমরা এতক্ষণ যা শুনছিলাম আপনিও কি তা শুনেছেন?

আগন্তুক – হ্যাঁ শুনেছি, শুনবনা কেন?... (একটু থেমে)... আসলে, মানুষের জীবনযাত্রার প্রভাব যে কেবল জল দুষণ বাড়াচ্ছে তা নয়, সব প্রাণীদেরও জীবনধারা ও শান্তি বিপন্ন করেছে .....

সাগর – হ্যাঁ, ... জলবিহারের জন্য ও সমুদ্র সৈকতে ছুটি কাটাতে আসা পর্যটকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় পর্যটন ব্যবস্থা ফুলে ফেঁপে উঠলেও পরিবেশগত ভাবে সেখানকার মাটি, জল ও বাতাস ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ...

আগন্তুক – ফলে দেশে বিদেশে সমুদ্র পাড়ের বালিতে ডিম পাড়তে বা বিশ্রাম নিতে আসা কচ্ছপ, কাঁকড়া ইত্যাদি প্রাণীর জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে ...

বরুণ – পর্যটনবিভাগের প্রসার লাভে কিন্তু বহু মানুষের কাজ জুটেছে ... যোগাযোগ ব্যবস্থা, হোটেল নির্মাণ অর্থাৎ ব্যবসায়িক দিক দিয়ে অনেক উন্নতি ঘটেছে ...

সাগর – হ্যাঁ, সামাজিক বা আর্থিক দিকে লাভ হলেও পরিবেশগত ভাবে কি সার্বিক সুব্যবস্থা হয়েছে? ...

আগন্তুক – না সে তো হয়ই নি বরং ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়েছে ..... কারণ চাহিদা বাড়ছে আর তা পূরণের জন্য অনেক কিছু হারিয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে, ধ্বংস হয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ, টান পড়ছে শক্তি ভাণ্ডারে .....

দুজনে – তাহলে উপায়?..... উন্নয়ন কি থমকে যাবে?...

আগন্তুক – না উন্নয়ন থেমে থাকবে না, তবে তা হতে হবে সুস্থায়ি উন্নয়ন এবং তার উপায় একটাই ... তা হল সঠিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সঠিক মানসিকতা...

সাগর – এ ব্যাপারে বিশ্বের সমস্ত দেশ যাতে সম্মিলিত ভাবে এগিয়ে আসে তার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের শীর্ষনেতারা দফায় দফায় সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন, নীতি নির্ধারণ করেছেন

আগন্তুক – নরওয়ে, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, চিন প্রভৃতি কয়েকটি দেশ তো ইতিমধ্যেই খনিজ জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে এনে রিনিউএবেল শক্তির প্রয়োগ শুরু করেছে ...

বরুণ – আপনি কি স্যার, হাইব্রিড মোটর গাড়ি, এবং সোলার শক্তি চালিত যানবাহনের কথা বলছেন?

আগন্তুক – আলবাত!! ... তাছাড়া জানত, আমাদের ভারতের হিমাচল প্রদেশে লাদাখে স্পিতি ভ্যালিকে ঠাণ্ডা মরুভূমি বলা হয় ... সেখানে এক বিজ্ঞানী অভিনব প্রযুক্তি খাটিয়ে কৃত্রিম বরফের স্তুপ তৈরি করে জলের সমস্যা দূর করতে সফল হয়েছেন ... যার ফলে চাষের অনুকুল পরিবেশ গড়ে উঠেছে ... ব্যাপারটি সকলের নজরে এসেছে ও স্বীকৃতি পেয়েছে .....

সাগর – তাছাড়া প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্যকে কিভাবে কাজে লাগান যায় তা নিয়েও চলছে নানা গবেষণা .....

আগন্তুক – হুম-ম- ম, শুধু আন্তর্জাতিক বা সরকারি স্তরে নয় ব্যাক্তিগত ভাবেও মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে যে সুস্থায়ি উন্নয়নে আমাদের সকলের ভূমিকা রয়েছে ..... এই সচেতনতা খুব জরুরি .....

সাগর – আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগল স্যার, আপনার পরিচয়টা কিন্তু জানা হলনা .....(কথার মাঝখানেই জোরে মেঘ ডাকা ও বাজ পড়ার আওয়াজ শোনা যায়)

বরুণ – উঃ কি বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ..... এই রে আবার বৃষ্টিও নামল যে! ...

সাগর – চল চল তাড়াতাড়ি ওই গাছতলায় চল ... (ঘুরে) আপনিও চ... .... (কথা মাঝপথে আটকে যায়) .... (অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলে ওঠে) আরে উনি গেলেন কোথায়!!... অবাক কাণ্ড তো.....

বরুণ – এই তো ছিলেন ..... ভ্যানিশ? যাঃ কি যে হল বুঝলাম নাতো ...

সাগর – হুম, বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত আপাতত গাছতলায় অপেক্ষা করা যাক, এ ছাড়া উপায়ও নেই .....

(জোরে বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির আওয়াজ চলবে)

signature tune

..... সমাপ্ত .....